অধ্যায়:প্রথম
হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
ময়মনসিংহ।

হিসাব বিজ্ঞান

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতকগুলো আর্থিক লেনদেন সংগঠিত হয় । ঐ লেনদেনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করার কাজই হচ্ছে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি। সব রকমের কাজকে সহজ করার জন্য হিসাব শাস্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হিসাব শাস্ত্রের প্রথম ধারণা দেন লুকা ডিপি শিউলি নামক একজন পাদ্রী ১৪৯৪ সালে তিনি "Summa De Arithmetica Geometria Proportionate Proportionalita" নামক বইটিতে দোতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের প্রণালী উল্লেখ করেন।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা

অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন লেনদেনসমূহের সংগ্রহ ,সংকলন, সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ ,আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরুন, বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়। হিসাববিজ্ঞানকে নিম্নলিখিত ছকে প্রকাশ করা যায়:

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

- লেনদেন স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা
- আর্থিক ফলাফল নির্ণয়
- আর্থিক অবস্থা জানা
- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
- বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরি
- প্রতারণা রোধ
- বিরোধ নিষ্পত্তি
- নগদ প্রবাহ জানা
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কর নির্ধারণ
- মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা

হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা

- হিসাব বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য সরবরাহ করে।
- হিসাব দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলীর সঠিক ও নির্ভুল ফলাফল প্রকাশিত হয়।
- হিসাববিজ্ঞান এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চিত্র প্রকাশ করা যায়।
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থান নিরূপণ করা যায়।
- প্রতিষ্ঠানকে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়।
- আয় ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়।
- ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও সঠিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা যায়।

হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি

হিসাববিজ্ঞানের আওতা অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যক্তি,পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র সর্বত্রই হিসাবরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

- মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে হিসাববিজ্ঞান
- কারবার প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞান
- জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞান
- সরকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞান
- পেশাজীবীদের জন্য হিসাববিজ্ঞান

অধ্যায় দ্বিতীয়
লেনদেন বিশ্লেষণ

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

লেনদেন

লেনদেন শব্দটির অভিধানগত অর্থ ‘গ্রহণ ও দান’। নেওয়া এবং দেওয়া শব্দ দুটো থেকে লেনদেন শব্দের উৎপত্তি। একে আদান-প্রদানও বলা যায়। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে কোনো কিছুর আদান-প্রদানকে লেনদেন বলে। স্নেহ, ভালবাসার আদান-প্রদানকেও লেনদেন বলা চলে।

তবে সাধারণ দেওয়া ও নেওয়া অর্থের লেনদেন আর হিসাববিজ্ঞানের লেনদেন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

"প্রত্যেকটি ঘটনা লেনদেন নয়, প্রত্যেকটি লেনদেনই ঘটনা।“

হিসাববিজ্ঞানে লেনদেন শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তার হঠাৎ মৃত্যু প্রতিষ্ঠানটির জন্য অপরিহার্য ক্ষতি। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। এটি প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার গুদামে আগুন লেগে ৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য নষ্ট হয়ে গেল। এটাও একটি ঘটনা এবং টাকায় পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছে। আর একটি ঘটনার কথা আমরা চিন্তা করি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মেয়ের বিয়েতে ৫০,০০০ টাকা খরচ করলেন। এটি একটি ঘটনা এবং এটিকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ এটি একটি আর্থিক ঘটনা। কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না। তবে তিনি যদি প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে তাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।
কাছে বলা যায় সকল লেনদেনী ঘটনা কিন্তু সকল ঘটনা লেনদেন নয়।

"লেনদেন সর্বদা অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য"

লেনদেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা সর্বদা অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য হতে হবে। যে সকল ঘটনা অর্থের মূল্যে বা অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য নয়,তাকে লেনদেনে হিসেবে গণ্য করা যায় না। যেমন – "ক" এর নিকট ৫০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যা অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য, তাই এটি একটি লেনদেন।

❖ লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

- ❑ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন
- ❑ অর্থের মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য
- ❑ দ্বৈত সত্তা বা দুটি পক্ষ
- ❑ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বতন্ত্রতা
- ❑ দৃশ্যমানতা ও অদৃশ্যমানতা
- ❑ অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা

লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ

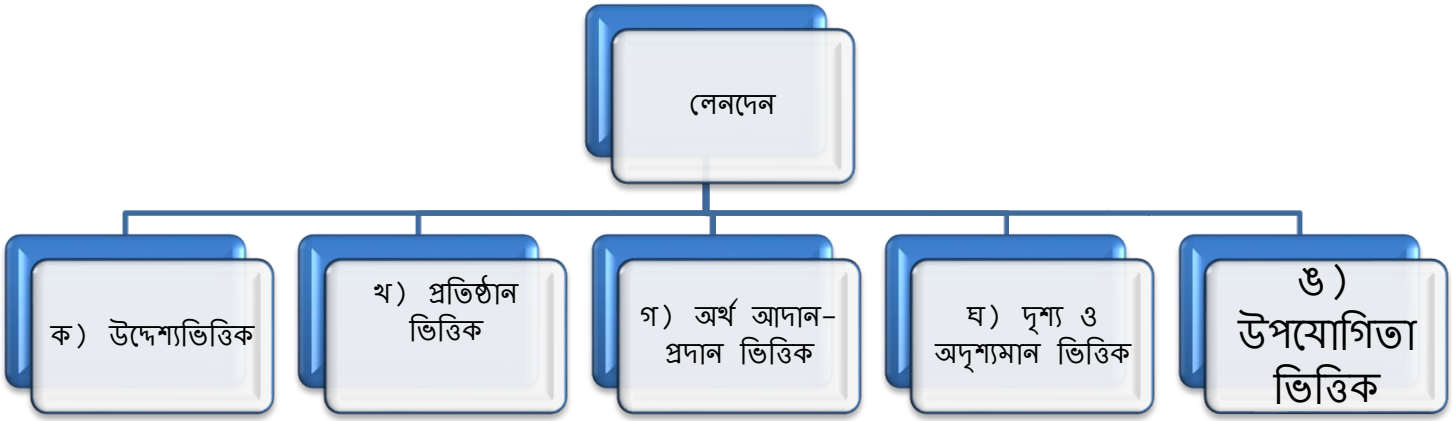

অধ্যায় তৃতীয়
হিসাব লিখন পদ্ধতি

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

যে হিসাব পদ্ধতিতে জুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতিসমূহ সঠিকভাবে কে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।একতরফা দাখিলায় কেবল ব্যক্তিগত হিসাব ও নগদান বই সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য বাস্তব ও অবাস্তব হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দু'দিক অর্থাৎ লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট দিক লিপিবদ্ধ করা হয় সে পদ্ধতিকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। প্রতিটি লেনদেনের সাথে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। একটি পক্ষ সুবিধা ভোগ করে এবং অপরপক্ষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। সুবিধা গ্রহণকারী পক্ষ ডেভিড এবং সুবিধা প্রদানকারী পক্ষ ক্রেডিট হয়। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি

- দ্বৈত সত্তার মাধ্যমে লেনদেন লিপিবদ্ধ করুন
- ডেবিট - ক্রেডিট নির্ণয়
- দাতা ও গ্রহীতা পক্ষ নির্ণয়
- স্বতন্ত্র সত্তা
- সমপরিমাণ ডেভিট ও ক্রেডিট
- সামগ্রিক ফলাফল নিরূপণ
- কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা
- নির্ভরযোগ্য হিসাব লিখন ব্যবস্থা

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে নির্ভুলভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবন্ধ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর সহজেই হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা যায়। কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে তা সম্ভব হয় না। মূলত একতরফা দাখিলা একটি অপূর্ণাঙ্গ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে নির্ভুলভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবন্ধ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর সহজেই হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা যায়। কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে তা সম্ভব হয় না। মূলত একতরফা দাখিলা একটি অপূর্ণাঙ্গ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

অধ্যায় : চতুর্থ
হিসাবের ধারণা

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

হিসাবের ধারনা

লেনদেন সমূহের শ্রেণীবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে হিসাব বলা হয়। কারবারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন যেকল লেনদেন সংঘটিত হয় তাদেরকে প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবিন্যাস করে পৃথক পৃথক শিরোনামের মাধ্যমে সাজিয়ে সংক্ষিপ্ত ও শ্রেণীবদ্ধ যে তালিকা বা বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে হিসাব বলে।

হিসাবের উদ্দেশ্য

- দেনা পাওনার পরিমাণ জানা
- আর্থিক অবস্থা নির্ণয়
- কর নির্ধারণের সহায়ক
- লেনদেনের শ্রেণিবন্ধকরণ
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রয়োগ
- গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই
- প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধ
- চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের সহায়তা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ

বিভিন্ন প্রকার হিসাব

- দু'তরফা দাখিলা হিসাব ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি ডেবিট এবং অপরটি ক্রেডিট হিসেবে হিসেবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সকল প্রকার হিসাবকে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাধারণ অর্থে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা –

হিসাবের শ্রেণীবিভাগ

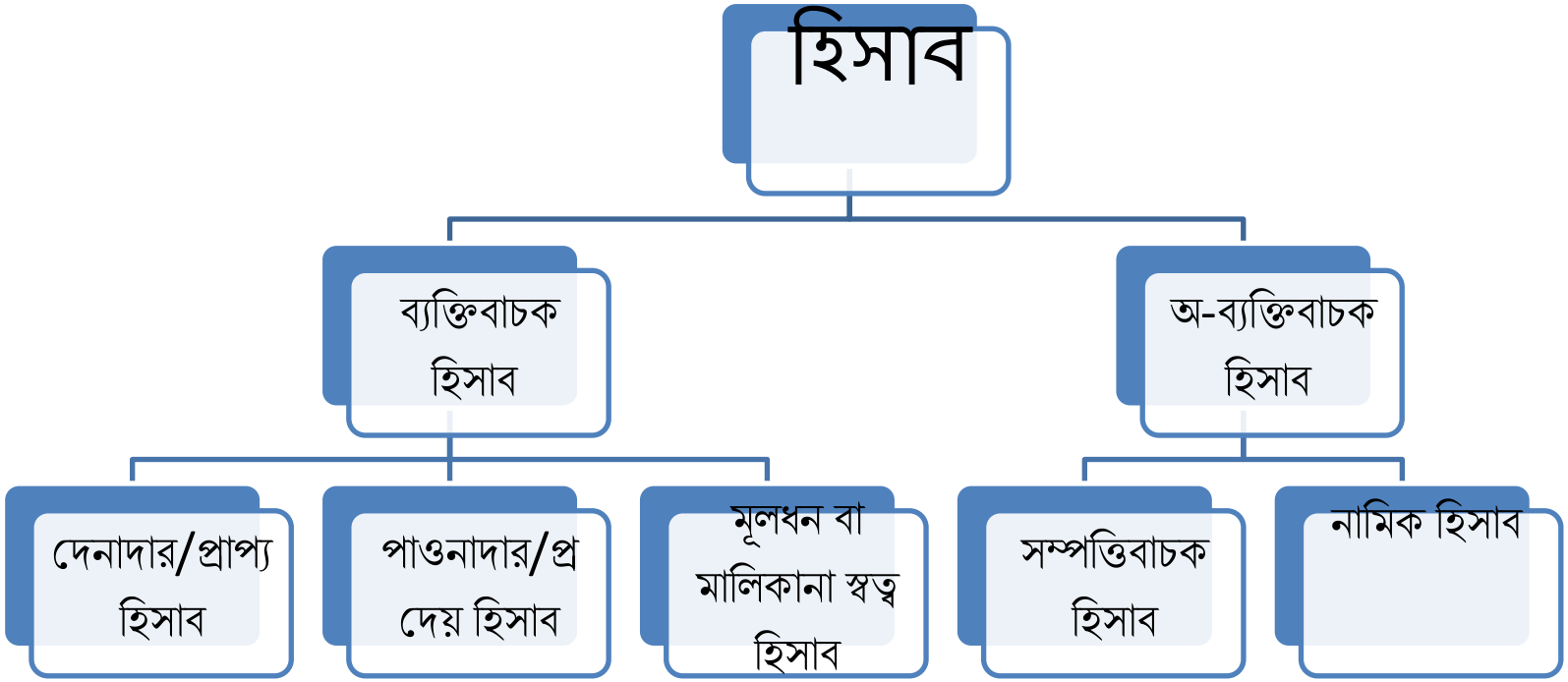
হিসাব
ব্যক্তিবাচক হিসাব
অ-ব্যক্তিবাচক হিসাব
দেনাদার/প্রাপ্য হিসাব
পাওনাদার/প্রদেয় হিসাব
মূলধন বা মালিকানা স্বত্ব হিসাব
সম্পত্তিবাচক হিসাব
নামিক হিসাব

বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের স্বর্ণসূত্র

হিসাব সমূহ	নিয়মাবলি
ব্যক্তিবাচক হিসাব	সুবিধা গ্রহণকারী - ডেবিট সুবিধা প্রদানকারী - ক্রেডিট
সম্পত্তিবাচক হিসাব	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে - ডেবিট সম্পত্তি হ্রাস পেলে - ক্রেডিট
নামিক হিসাব	ব্যয় ও লোকসান হলে - ডেবিট আয় ও লাভ হলে - ক্রেডিট

হিসাব চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ

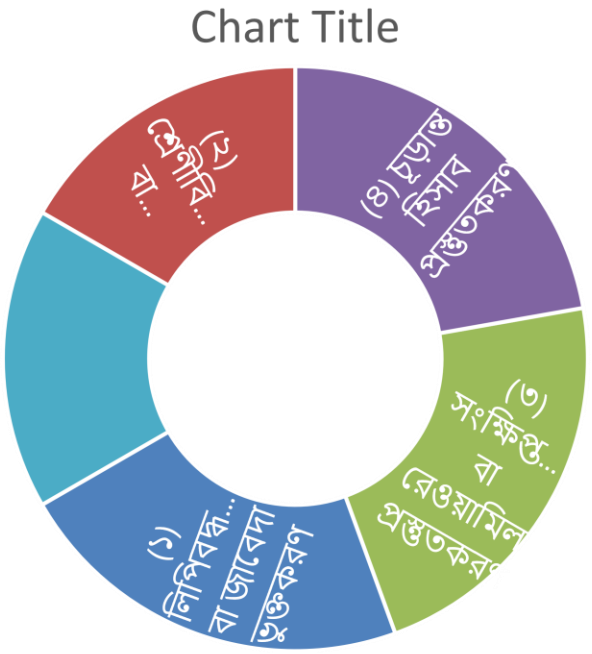

হিসাবচক্র

অধ্যায় : পঞ্চম
জাবেদা দাখিলা পদ্ধতি

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
ময়মনসিংহ।

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সমূহ –

- জাবেদা দাখিলা সম্পর্কে ধারণা অর্জন
- জাবেদার উদ্দেশ্যবলি
- জাবেদার প্রকারভেদ
- হিসাবের বই হিসেবে জাবেদার ছক তৈরির দক্ষতা অর্জন
- জাবেদা দাখিলা সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ

জাবেদা দাখিলা

জাবেদা হচ্ছে হিসাবের প্রাথমিক বই। কোন লেনদেন সংঘটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে ডেবিট ও ক্রেডিটে বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে প্রাথমিকভাবে যে বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে।

জাবেদার উদ্দেশ্য

- প্রাথমিক রেকর্ড তৈরি
- ক্রমানুসারে লেনদেনসমূযহ লিপিবদ্ধ করা
- লেনদেনের কারণ নির্ণয়
- পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করা
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রয়োগ
- লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ
- লেনদেনের মোট পরিমাণ নিরূপণ ভুলত্রুটি উদঘাটন ও সংশোধন

জাবেদা এর সমর্থকবোধক নাম

প্রাথমিক হিসাবের বই

দৈনিক হিসাবের বই

প্রথম দাখিলা বই

মৌলিক হিসেবের বই

কালানুক্রমিক বই

সহকারী বই

জাবেদার ছক তৈরীকরণ

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)

জাবেদা দাখিলা সংক্রান্ত সমস্যা

2022 সালের ১ মে তারিখে গুলজার এন্ড কোং নগদ ১০০০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৫০০০০ টাকা ও ৫০০০০ টাকার ঋণ নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায় এর লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

2022

মে : ২- ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২০০০০ টাকা।

" ৪- ৫০০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদে ৩০০০০ টাকা ও অবশিষ্ট টাকা চেকে পরিশোধ করা হলো।

" ৬ - পণ্য বিক্রয় ৫০০০০ টাকা।

" ১২- ১০০০০ টাকা আয়কর প্রদান।

" ১৫- আগুনে পণ্য বিনষ্ট হলো ১০০০০ টাকা।

" ২০- বেতন চেকে প্রদান ১০০০০ টাকা।

" ২২-অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হলো ২০০০ টাকা।

" ২৫-শিক্ষানবিশ সেলামি পাওয়া গেল ২০০০ টাকা।

" ২৮- আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হলো ২০০০ টাকা।

" ৩০- ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ৪০০ টাকা।

অধ্যায় : অষ্টম
রেওয়ামিল বিশ্লেষণ

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
ময়মনসিংহ

রেওয়ামিল বিশ্লেষণ

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতেরেওয়ামিল রক্ষিত হিসাবগুলোর নির্ভুলতা যাচাই-এর অন্যতম পদ্ধতি হলো রেওয়ামিল।সাধারণত একটি নির্দিষ্ট তারিখে সকল হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের নিয়ে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য চূড়ান্ত হিসাব তৈরির পূর্বে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য

- গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা
- শ্রমের সাশ্রয়
- ভুল-ত্রুটি উদঘাটন
- আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ দু'তরফা দাখিলা প্রয়োগ
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- ব্যবস্থাপকীয় বিশ্লেষণ

রেওয়ামিলের দুই পার্শ্ব না মিলার কারণ

- ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা
- স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আংশিক ভুল
- ডেবিট ক্রেডিট লিখনে ভুল
- উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত না করা
- উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল
- হিসাবখাত নিরূপণে ভুল
- যোগফল নির্ণয়ে ভুল

রেওয়ামিল তৈরিতে ডেভিড-ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী

যে সমস্ত আইটেম ডেবিট হবে

- যাবতীয় সম্পত্তিসমূহ
- যাবতীয় খরচেবলি
- ক্ষতিসমূহ
- বকেয়া আয়
- যে সমস্ত আইটেম মালিকানা সত্যের পরিমাণ কমায়
- যে সমস্ত আইটেম আয় এর পরিমাণ কমায়
- পাওনাদার বাট্টা সঞ্চিতি

যে সমস্ত আইটেম ক্রেডিট হবে

- যাবতীয় দায়সমূহ
- যাবতীয় আয়সমূহ
- যাবতীয় সঞ্চিতি তহবিল ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা
- বকেয়া খরচসমূহ
- অগ্রিম প্রাপ্ত আয়সমূহ

অধ্যায় : দশম
আয়কর

আঞ্জোমনোয়ারা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), ব্যবস্থাপনা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

আয়কর

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উৎস থেকে যে পরিমাণ আয় হয় তা করযোগ্য ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলে আয়কর আইন অনুসারে ওই আয়ের উপর আয়কর বলে।

অগ্রিম আয়কর

অগ্রিম আয়কর এক ধরনের কর,যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি করা পণ্যের উপর অর্পিত হয়। অনিবন্ধিত আমদানিকারকদের করের আওতায় আনতে ২০০৭ সালে এই কর ব্যবস্থা চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, রিটার্ন জমা দেয়ার সময় এআইটি একইভাবে Withholding tax- এর মতোই গণ্য হবে।

কর অবকাশ

কর অবকাশ হচ্ছে অস্থায়ী কর হ্রাস বা বর্জন ব্যবস্থা। সেসব প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ দেয়া হয়েছে যারা শিল্প অঙ্গীকার করেছে এবং সকল শর্ত পূরণ করে ১ জুলাই ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কর প্রণোদনা

কর প্রণোদনা অর্থ কর হ্রাস, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে।

ই-টিআইএন

ই-টিআইএন মানে ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, এটি আইকর নিবন্ধনের আধুনিক সংস্করণ। এটি ১২ ডিজিটের একটি নম্বর। একজন করদাতাকে সহজে ঘরে বসে অনলাইনে নিবন্ধ পেতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। www.income.gov.bd এই সাইটে গেলে ই-টিআইএন নিবন্ধন নেওয়া যাবে।

আয়কর সনদ

করদাতা পূর্ববর্তী করবর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা দিলে কর সার্কেল কর্তৃক যাচাই বাছাই ও মূল্যায়ন শেষে করদাতাকে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের উপ-কর কমিশনার কর্তৃক যে প্রদান করা হয়, তাকে আয়কর সনদ বলে।

আয়কর রিটার্ন

আয়কর রিটার্ন হলো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোবদ্ধ ফরম যার মধ্যে করদাতা তার আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য লিখে আয়কর অফিসে দাখিল করেন।

কর রেয়াত

সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে যে খাতে বিনিয়োগ করলে উক্ত বিনয়োগকৃত অর্থের উপর যে নির্দিষ্ট হারে ছাড় পাওয়া যায়, তাকে কর রেয়াত বা বিনিয়োগ ভাতা বলে।

আয়কর প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

- অর্থ আইন ২০২৩-এর আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশীসহ), হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারি ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকার উপরে হলে আয়কর প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। তবে-

১। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তি করদাতার আয় ৪,০০,০০০ টাকা এর উপরে হলে তিনি আয়কর প্রদানের উপযুক্ত হবেন।
২। প্রতিবন্ধী করদাতার আয় ৪,৭৫,০০০ টাকা এর উপরে হলে তিনি আয়কর প্রদানের উপযুক্ত হবেন।
৩।গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয়সীমা ৫,০০,০০০ টাকা এর উপরে হলে তিনি আয়কর প্রদানের উপযুক্ত হবেন।

আয়করের জন্য আয়ের খাত সমূহ

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী আয়ের খাতসমূহ-

1.বেতনাদি
2.নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ
3.গৃহ সম্পত্তির আয়
4.কৃষি আয়
5.ব্যবসা বা পেশার আয়
6.মূলধনী মুনাফা
7.অন্যান্য উৎস হতে আয়
8.ফার্মের আয়ের অংশ
9.স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়।

আয়কর নিবন্ধন

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় ন্যূনতম করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে কিংবা ধারা 75(1A)তে বর্ণিত তালিকার ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক না, রিটার্ন দাখিলের জন্য একজন করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্গত কোন আয়কর কমিশনারেটের অধীনে সার্কেলে থেকে ১২ ডিজিটের TIN গ্রহণ করে নবিন্ধতি হতে হয় । একেই আয়কর নিবন্ধন বলে।

আয়করের জন্য নিবন্ধন প্রয়োজন কেন?

একজন করদাতাকে নিবন্ধনের মাধ্যমে করদাতা হিসাবে সনাক্ত করা হয়। ব্যক্তি করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশী সহ), হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আয়কর আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির আয়ের সীমা ২,৫০,০০০/= টাকার উপরে হলে নিবন্ধন প্রয়োজন। নিবন্ধিত করদাতা বছর শেষে রিটার্ন জমা দেওয়ার মাধ্যমে বাৎসরকি আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় র্বণনা করেন।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আয়কর নিবন্ধন প্রয়োজন:

- আমদানীর উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার সময়;
- আমদানী রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে আবেদননের সময়;
- করপোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার সময়;
- চুক্তি কার্যকর, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র দাখিলের সময়;
- কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত কোন ক্লাবের সদস্য হবার জন্য আবেদন দাখিল করার সময়;
- কোন সিটি কর্পোরেশন বা জেলা সদরের কোন পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত ভূমি, ভবন বা এপার্টমেন্টর চুক্তি মূল্য যদি এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হয়, সেই ক্ষেত্রে ঐ ভূমি, ভবন বা ফ্লাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশনের সময়।

- সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন ভূমি, ভবন বা কোন এপার্টমেন্টর ক্রেতা বাংলাদেশের অনিবাসী বাংলাদেশী হইলে তার ক্রয়ের রেজিষ্ট্রেশনের সময় (f) এর বিধান কার্যকর হইবে না;
- কার, জিপ বা মাইক্রোবাসের মালিকানা পরিবর্তন কিংবা ফিটনেস রেজিষ্ট্রেশন নবায়নের সময়;
- কোন বানিজ্যিক ব্যাংক বা লিজিং কোম্পানী কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ঋণ বরাদ্দ দানকালে;
- ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর সময়;
- ডাক্তার, চার্টার্ড একাউনন্ট্যান্ট, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনন্ট্যান্ট, আইনজীবি বা আয়কর পেশাজীবির পেশাদারী লাইসেন্স অনুমোদনের সময়;
- কোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর বা কোন কোম্পানীর স্পসর শেয়ার হোল্ডার হওয়ার সময়;
- বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন অনিবাসীর ক্ষেত্রে (k) এর বিধান কার্যকর হইবে না;

Thank you